কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবু বক্কর (৩৮) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় এলাকায় একটি ভবনে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নির্মাণ শ্রমিকের নাম আবু বক্কর। সে কুমারখালী উপজেলার চাঁপড়া ইউনিয়নের ভাঁরোলা গ্রামের আলমের ছেলে। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল আলম বলেন, নিহত বক্কার একজন নির্মাণ শ্রমিক।

সকাল থেকে একটি বাড়িতে ট্যাংকির ঢালাইয়ের কাজ করছিল। বৈদ্যুতিক ভাইব্রেশন মেশিনের সাহায্যে ট্রাংকি ঢালাইয়ের কাজ করা অবস্থায় তাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয়ে ঘটনাস্থলে মারাত্মক আহত হলে স্থানীয়রা শ্রমিকরা দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে আনার পথে মারা যান। কিভাবে ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল তা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আম খেলে কি ভালো ঘুম হয়

সময়টা এখন ফলের রাজা আমের। দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে রসাল ও পষ্টিগুণে ভরপুর আম। অনেকেরই পছন্দ চিড়া-মুড়ির সঙ্গে আম খেতে। কেউ কেউ জুস করে খেতে পছন্দ করেন। আবার কেউবা আমভাত অথবা আস্ত আমের স্বাদ নিতেই বেশি আগ্রহী। কিন্তু আম খাওয়ার পর কি হালকা ঝিমুনির ভাব আসে কিংবা শরীর এলিয়ে ঘুম ঘুম অনুভূতি হয়, এমন প্রশ্নের উত্তরটা চলুন জেনে নেওয়া যাক।

আমে প্রচুর পরিমাণে ট্রিপটোফ্যান থাকায় পর্যাপ্ত সেরোটোনিন তৈরি করে। আর সেরোটোনিন হচ্ছে ঘুমের জন্য দায়ী একটি নিউরোট্রান্সমিটার। এটি আম খেয়ে ঘুম পাওয়ার অন্যতম কারণ। কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ আম শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

রাতে ঘুমানোর আগে আম খেলে তন্দ্রাভাব বেশি হয় এই ইনসুলিন ট্রিপটোফ্যান মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্কে ট্রিপটোফ্যান থেকে বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটার সিনথেসিস হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরোটোনিন। মস্তিষ্ক শীতল ও ঠাণ্ডা রাখে সেরোটোনিনন। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হলে শরীরও নিস্তেজ হতে থাকে। ফলে ঘুম পায়। আম খাওয়ার পর ঘুম পাওয়ার কারণ এটাই। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে আম খেলে তন্দ্রাভাব বেশি হয়। তখন শরীর এলিয়ে বিছানায় বা সোফায় ঘুমিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও সতর্কতা

বর্তমান প্রযুক্তি বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা, ব্যবহার এবং এ খাতে বিনিয়োগের গুরুত্ব বাড়ছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি অনন্য শাখা হচ্ছে এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যাতে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকে কম্পিউটার সফটওয়্যার দ্বারা অনুকরণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তিনির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো মেশিন দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধি। আন্দ্রেয়ার কাপলান এবং মাইকেল হেনলিন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলেন, ‘এটি একটি সিস্টেমের বহির্ভূত তথ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারার ক্ষমতা, এমন তথ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং ওই শিক্ষা ব্যবহার করে নমনীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য করা।’ ধারণা করা হয়, কৃত্রিম মানবযন্ত্র আবিষ্কারের চিন্তার সূত্রপাত হয় সম্ভবত রামন লোল’র মাধ্যমে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯২০ সালের দিকে ‘রুশম’স ইউনিভার্সেল রোবটস’ নামে একটি সায়েন্স ফিকশন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

জন ম্যাকার্থি সর্বপ্রথম আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক টার্মটি ব্যবহার করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৬ সালে ডার্টমাউথ কলেজের এক কর্মশালায় প্রথম এআই গবেষণা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ অ্যালান টুরিংকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কর্তা বলা হলেও জন ম্যাকার্থিই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্যতম জনক। টুরিং-এর গবেষণার ‘চার্চ-টুরিং থিসিস’ থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গোড়াপত্তন।

১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় এআই গবেষণার জন্য ব্যাপকভাবে তহবিল প্রদান এবং বিশ্বব্যাপী এর গবেষণা গুরুত্ব পায়। ১৯৮০’র দশকের শুরুতে এআই গবেষণা বিশেষজ্ঞ সিস্টেমের বাণিজ্যিক সাফল্য দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এআইয়ের বাজার এক বিলিয়ন ডলারের বেশি পৌঁছেছিল। একই সময়ে, জাপানের পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রকল্প আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সরকারকে একাডেমিক গবেষণার জন্য অর্থায়নে ফিরিয়ে আনতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২০১০-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করা হতো।

জ্যাক ক্লার্কের মতে, ২০১৫ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি মাইলফলকের বছর ছিল, গুগলের মধ্যে এআই ব্যবহার করার জন্য সফটওয়্যার প্রকল্পগুলোর সংখ্যা ২০১২ সালে ২৭০০-এরও বেশি প্রকল্পে ‘স্পোরাইডিক ব্যবহার’ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে আইবিএম’র তৈরিকৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ‘ডিপ-ব্লু’ দাবা খেলায় খ্যাতিমান গ্যারি কাসপারভকে হারিয়ে দেয়। ২০১০ সালে গুগলের আলফাগো গো খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে পাঁচবারের মধ্যে চারবার হারিয়ে দেয়।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগ করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পত্রিকা ফরচুনের তথ্যমতে, প্রায় পাঁচশ নামকরা প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। প্রথাগত পরিবহণ ব্যবস্থাকে হটিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমতার বদৌলতে স্বয়ংক্রিয় পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোল সম্ভব। সাইবর্গ টেকনোলজি যান্ত্রিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবট বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন রোবট হবে

বন্ধুভাবাপন্ন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বয়োবৃদ্ধদের উন্নত পরিচর্যায় ব্যবহৃত হবে।

জানা যায়, জাপানে ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সংবাদমাধ্যম কোম্পানি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীর অভিমত, আগামী ১২০ বছরের মধ্যে মানুষ তাদের সব কাজ বুদ্ধিমান মেশিনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। স্টাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবি, তাদের তৈরি করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহজেই শরীরের বিভিন্ন পরীক্ষা করে মানুষের মৃত্যু কবে হবে, সেটা গণনা করে বলে দেবে। ৫০টিরও বেশি দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য রোবট তৈরি করছে-যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং শত্রুকে মোকাবিলা বা হত্যা করার মতো কাজগুলো করবে।

বর্তমানে এ ধরনের রোবট এবং ড্রোনের গবেষণায় প্রচুর অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রোবট ২০৫০ সালের মধ্যে সব মানবিক কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে রোবট। শেয়ারবাজার থেকে শুরু করে নানা ব্যবসায়িক কাজে এর ব্যবহার বাড়ছে। এর বাইরে বেশি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিরক্ষা।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, নতুন প্রযুক্তির কারণে বিশ্বে ১৩ কোটিরও বেশি কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। ডাটা অ্যানালিস্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপার, সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট এ ধরনের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবে। এ ছাড়া শিক্ষক বা কাস্টমার সার্ভিস কর্মীর মতো কাজ, যাতে কিনা অনেক সুস্পষ্ট মানবিক গুণাবলির দরকার, সেরকম অনেক কাজও করতে সক্ষম হবে যন্ত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের এনভিডিয়া তৈরি করছে উন্নত চিপসেট। দ্রুত বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজার। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউবিএস জানাচ্ছে, ২০২৫ সালের মধ্যে এআই খাতের রাজস্ব ২০ শতাংশ বেড়ে ৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে। ইতোমধ্যে অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, অ্যালফাবেট এ বাজারের সুবিধা পেতে শুরু করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সন বলেন, ‘আমি মনে করি, আজ থেকে ৩০ বছর পরে বিশ্বে স্মার্ট রোবটের সংখ্যা হবে ১০ বিলিয়ন। এ রোবটরা ব্যাপকভাবে মানুষের চাকরি নিয়ে নেবে। যতগুলো শিল্প মানুষ গড়ে তুলেছে, সবগুলোই নতুন করে পুনর্বিন্যস্ত হবে।’

প্রযুক্তির উৎকর্ষের মাইলফলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচকতার পাশাপাশি নেতিবাচকতাও রয়েছে। ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম’ জানিয়েছে, ২০২২ সালের মধ্যে রোবটের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে ‘দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল’ আখ্যায়িত করে এটাকে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর হুমকি হিসাবে অভিহিত করেছেন।’ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, ‘এরা এক সময়ে আমাদের অতিক্রম করে যাবে। এর ফলে মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।’

গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাই সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার রুখতে নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলা। আর কীভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে পারে, তা নিয়ে আগেই ভাবা উচিত। শুধু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করলেই চলবে না, সে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মানবসভ্যতার বিপক্ষে না যায়, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।’ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহারের পর যখন অকেজো হয়ে পড়বে সেসব বর্জ্যে পরিবেশের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি জোরদার করতে হবে। মোটকথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক ব্যবহার কঠোরভাবে রোধ করে এর ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে আহত ১

গাংনী-কাথুলি সড়কের সাহারবাটি নাম স্থানে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ডাবলু হোসেন (৩৫) নামের একজন মারাত্বক আহত হয়েছেন। আহত ডাবলু হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের নাসির উদ্দীনের ছেলে।

আজ রবিবার (৩ জুলাই) দুপুরের দিকে সাহারবাটি গ্রামে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে।

আহত ডাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আহত ডাবলু জানান, মোটরসাইকেল যোগে সাহারবাটি চারচারা মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় বিপরিত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে আমি রাস্তার উপর পড়ে যায়। এতে ডাবলুর মুখে এবং হাতে গুরুতর আঘাত লাগে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক উপসহকারী মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) তানভীর বলেন ডাবলুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ফায়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে সহজেই আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম

ফায়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর ন্যূনতম চার থেকে পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অটোক্যাডে দক্ষতা, উপস্থাপন দক্ষতা এবং চাপের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

কর্মস্থল

ঢাকা।

বেতন

আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা বিডিজবস অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ

২১ জুলাই, ২০২২।

সূত্র : বিডিজবস

পল্লী বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের খাম খেয়ালিপনায় লাইনম্যান এখন মৃত্যুশয্যায়

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের খাম খেয়ালিপনায় এখন মৃত্যু শয্যায় লাইনম্যান সজল(৪০)।

গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের মেইন লাইনে কাজ করার সময় খামখেয়ালি পনা করে লাইন কানেকশন দিয়ে দিলে বিদ্যুতায়িত হয়ে পোল থেকে পড়ে যান সজল।

সহকর্মীরা জানান, ১১ হাজার ভোল্টেজের প্রধান লাইনের পোলের মাথায় মেরামতের কাজ করছিলেন লাইনম্যান সজল (৪০)।
মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের গাংনী সাব স্টেশন থেকে হঠাৎ লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দেন। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে পোলোর মাথা থেকে নিচে পড়ে যান তিনি।সজলের মুখোমন্ডলসহ ৮০ ভাগ পুড়ে গেছে।

সজলকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৩ জুলাই) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। সজল পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার উসমানপুর গ্রামের নাজির হোসেনের ছেলে।

এদিকে আহত সজলকে হাসপাতালে দেখতে যান পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম আবুল কাশেম।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক উপসহকারী মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) তানভীর বলেন, রোগীর শরীরের ৮০ ভাগ পুড়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মনের মতো হয় না কিছু – শাকিল আহমেদ সৌরভ

মনের মত হয় না কিছু
তুমি আমি ভাবি,
কত কিছুর বায়না করি
কত কিছুর দাবি।

বাবা-মাকে বলতে থাকি দাওনা ওটা সেটা,
কেউবা বলি দাও না কাকু দাও না ওহে জেঠা।

কেউ শুনে না বায়নাগুলো হয় যে ভীষণ রাগী,
তখনি তো বায়না ছেড়ে তুমি আমি ভাগি।

খোদার কাছে চাইলে কিছু শুনে রাখো তবে,
সকল দিবে দয়ার সাগর
আরও খুশি হবে।

অনেকে তো অনেক কিছু
খোদার কাছে চেয়ে,
শুনছি আবার দেখছিও ভাই
গেছে সকল পেয়ে।

হলুদ পাখির দৌরাত্ম্য – সাঈদুর রহমান লিটন

বাড়ির গাছে উড়ে বেড়ায়
হলুদ রঙা পাখি
ডানা মেলে উড়লে পাখি
জুড়ায় মনের আঁখি।

ডালে ডালে ভাব যেনো তার
হৃদয় আকুল সুরে
চোখের আড়াল হলে পাখি অন্তর ওঠে পুড়ে।

কুমড়োর চালে বসে পাখি নষ্ট করে জালি
ঘরের কোণে বসে দেই তাই দুষ্টু বলে গালি।

তবু পাখি আসবে চালে
ঠোঁকে ঠোঁকে খাবে
অবুঝ পেয়ে এই পাখিটি ক্ষতি করে যাবে।

ইচ্ছে করে খাঁচার ভিতর
আঁটকে রাখবো পাখি
ইচ্ছা মতো শাস্তি দিবো
রাঙা করে আঁখি।

কপিল শর্মার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা

সাত বছর আগের এক কর্মকাণ্ডের জেরে আইনি ঝামেলায় পড়েছেন ভারতের কমেডি কিং খ্যাত কপিল শর্মা। তার নামে যুক্তরাষ্ট্রে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে কপিলের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছে সাই ইউএসএ ইঙ্ক নামের একটি সংস্থা।

মামলার অভিযোগ, ২০১৫ সালে উত্তর আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন কপিল শর্মা। সেই সফরে সাই ইউএসএ ইঙ্ক-এর কর্তা অমিত জেটলির সঙ্গে ছয়টি শো’র জন্য চুক্তিবদ্ধ হন কপিল। কিন্তু পাঁচটি শো করেই ফিরে আসেন কমেডি তারকা।

একটি শো’র ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন কপিল। কিন্তু পরে সেই কথাও রাখেননি তিনি।

অভিযোগকারী অমিত জেটলির দাবি, ‘কপিল কথা রাখেননি। পারফর্ম করেননি এবং এর জবাবও দেননি। আমরা আদালতে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি। কোনো সাড়া পাইনি। তাই অবশেষে আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। ’

বর্তমানে নিউইয়র্কের একটি আদালতে মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে।

মামলার বিষষে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি কপিল শর্মা। কারণ এ সময় কপিল শর্মা তার পুরো টিম নিয়ে উত্তর আমেরিকা সফরে ব্যস্ত। ভ্যাঙ্কুভার ও টরেন্টোতে তারা কয়েকটি শো করেছেন। এই সফরে কপিলের সঙ্গে রয়েছেন কৃষ্ণা অভিষেক, সুমনা চক্রবর্তী, কিকু শারদা, চন্দন প্রভাকর ও রাজীব ঠাকুরসহ দলের অন্যরা। শিশগিরই

নিউইয়র্কে যাওয়ার কথা রয়েছে তাদের।

প্রসঙ্গত, কপিল শর্মার ‘দ্য কপিল শর্মা শো’ দিয়ে ভারতীয় টেলিভিশন জগতের অন্যতম সেরা কমেডিভিত্তিক অনুষ্ঠান। কিছুদিন আগেই অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় সিজনের প্রচার শেষ হয়েছে। বিদেশ সফর শেষে দেশে ফেরার পর কপিল নতুন সিজনের কাজ শুরু করবেন বলে খবর।

সর্বোচ্চ বেতন নিয়ে লিভারপুলেই সালাহ

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে লিভারপুলেই থেকে গেলেন মোহামেদ সালাহ।

শুক্রবার ক্লাবটির সঙ্গে আরও তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। ফলে আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত ক্লাবটির হয়ে খেলবেন মিসরের ফুটবল-রাজপুত্র।

আর চুক্তি নবায়নের পর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলারদের তালিকায় চারে উঠে এসেছেন সালাহ। নতুন চুক্তিতে মিসরীয় ফরোয়ার্ডের সাপ্তাহিক বেতন বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার লাখ ৬৪ হাজার ইউরো, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় চার কোটি ৫২ লাখ টাকা!

তার চেয়ে বেশি বেতন পাওয়া তিনজনই খেলেন পিএসজিতে। নেইমার প্রতি সপ্তাহে পান সাত লাখ তিন হাজার ইউরো, মেসি ১১ লাখ ১৩ হাজার ইউরো ও এমবাপ্পে ১১ লাখ ১৬ হাজার ইউরো।

তবে শুধু লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতন পেতে যাচ্ছেন সালাহ।

ইর্ষণীয় বেতন পেয়ে বেশ সন্তুষ্ট সালাহ। যদিও প্রথম দিকে বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। পরে একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে দেখা করেন এবং আলোচনার পর চুক্তি নবায়ন করেন।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে এ তারকা বলেন, ‘কিছুটা সময় লেগেছে, নতুন করে চুক্তি করতে। কিন্তু এখন সব ঠিকঠাক হয়েছে। এখন আমাদের শুধু

সামনের দিকে তাকাতে হবে। আপনারা হয়তো দেখছেন, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে দল কতটা উন্নতি করছে এবং ভালো অবস্থানে আছে।’

লিভারপুলে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিও চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেন সালাহ।

৩০ বছর বয়সি এ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘যদি আমি পেছনের দিকে তাকাই, যখন আমি এসেছিলাম দল তখন তেমন কিছুই অর্জন করেনি। কিন্তু আপনাদের হয়তো মনে আছে, আমি আসার পর বলেছিলাম, আমি ট্রফি জিততে এসেছি। মনে হয়, আমরা অনেক ট্রফি জিতেছি এবং ভবিষ্যতে আরও জিতব।’

২০১৭ লিভারপুলে যোগ দেন সালাহ। এখনো পর্যন্ত ২৫৪ ম্যাচে ১৫৬ গোল করেছেন তিনি। জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, ক্লাব ওয়ার্ল্ডকাপ, এফএ কাপ ও লিগ কাপ।